দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 JUL 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

রাজশাহী বোর্ড ঃ ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হচ্ছে

॥ আমিনুল হক ॥

নীলফামারী, ১৬ই জুলাই।– এসএসসি পরীক্ষায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বন্ধের উদ্দেশ্যে এ বছর থেকে রেজিস্ট্রেশনের আগের পদ্ধতি বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীকে রাতারাতি ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিয়ে গত এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কোন কাগজপত্রাদি সরবরাহ করা হয়নি আজও। অন্যান্য বছর মে মাসের মধ্যে এসব কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়–গুলোতে পৌছে যেত। কারণ জুন মাসের (ফাইন ছাড়া) মধ্যে ফরমগুলো পূরণ করে বোর্ডে ফেরত দেয়া হতো। এ ব্যাপারে

রাজশাহী ঃ পৃঃ ১০ কঃ ৬

রাজশাহী ঃ বন্ধ হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত বিলম্বের কারণ জানিয়ে কিংবা এ সংক্রান্ত কোন চিঠিপত্র বিদ্যালয়গুলোতে দেয়নি। এ অবস্থায় আতংকিত হয়ে কিছু কিছু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বোর্ডে খবর নিয়ে জেনেছে যে, আগের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বদলিয়ে কম্পিউটার পদ্ধতিতে করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ কারণে রেজি–স্ট্রেশনের ফরম বা ঐ সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠানো হয়নি।

এসএসসি পরীক্ষা দিতে হলে দু'বছর আগে ৯ম শ্রেণীতেই রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়। পরীক্ষা–নিরীক্ষাশেষে দেয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর। কিন্তু গত এসএসসি পরীক্ষার আগ দিয়ে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কিছু শিক্ষকের সহ–যোগিতায় প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভুয়া রেজিস্ট্রেশন করে দেয়া হয়। এসব ছাত্রছাত্রী প্রায় সবাই ছিল ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন এই অসাধু কারবার চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। গত এইচএসসি পরীক্ষাতেও এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে। গতবারই প্রথম কম্পিউটার পদ্ধতিতে এইচএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়। সেখানেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে। ফলাফল ঘোষণার পর কম্পিউটারের ত্রুটি দেখিয়ে সংশোধিত ফলাফলের নামে অত্রাঞ্চলের প্রায় আড়াইশ' ছাত্রছাত্রীকে ভুয়া ফলাফলের মাধ্যমে পাস করানো হয়, যা পরবর্তী সময়ে ধরাও পড়ে। বলা হয়, কম্পিউটারের ত্রুটি হওয়ায় উল্লেখিত ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল আসেনি। এসব কাজ দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে এই অঞ্চলের বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক, বোর্ডের এজেন্ট হিসাবে যারা অত্রাঞ্চলের সকলের কাছে পরিচিত। শিক্ষা বোর্ডের কোন কিছু সমস্যা দেখা দিলে এসব শিক্ষকের শরণাপন্ন হলে সব কিছু টাকার বিনিময়ে সমাধান হয়ে যায়।

গত এইচএসসি পরীক্ষায় ভুয়া ফলাফলের ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়লে পৃথক দু'টি তদন্ত টিম গঠন করা হয়। একটি টিমের প্রধান ছিলেন নীলফামারী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুর রউফ এবং অপরটি তদন্ত করে দুর্নীতি দমন বিভাগ। ঘটনার সাথে জড়িত কিছু কিছু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয় বলে টিম দু'টির একটি সূত্রে জানা যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অজ্ঞাত কারণে সেসব স্থগিত হয়ে যায় এবং কারো বিরুদ্ধেই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি আজও।